আরেকবার ধানের শীষে ভোট দিন, এলাকার উন্নয়নে কাজ করব

মেহেরপুর-২ আসনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন বলেছেন, “আপনারা আমাকে নিজের সন্তান মনে করে আকালের আমলে ২০০৮ সালের জাতীয় নির্বাচনে এমপি বানিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের সেই আমলে আমাকে দু’টা গম আর জেলা পরিষদের সামান্য বরাদ্দ ছাড়া কিছুই দেয়নি। তারপরও আমি আমার বরাদ্দকৃত সেই সামান্য অর্থ দিয়ে আপনাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলাম। আমি জানি, আপনারা এখনো আমাকে সন্তান হিসেবে ভালোবাসেন। সেই ভালোবাসা দিয়ে এবারও ধানের শীষে ভোট দিয়ে এই আসনটি বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের হাতে তুলে দেবেন। আমি নির্বাচিত হলে এলাকার উন্নয়নে নিজেকে সেবক হিসেবে আপনাদের পাশে রাখব।”

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চেয়ে গণসংযোগকালে জনতার উদ্দেশ্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

সেই সময় তিনি গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নেতাকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গণসংযোগ করেন। এর আগে তেঁতুলবাড়িয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এক বিশাল জনসভায় বক্তব্য রাখেন তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু, সাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মোরাদ আলী, বামন্দী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি আমিরুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক মাহবুবুর রহমান, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান গাড্ডু, জেলা কৃষক দলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমান, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুর রহমান বুলবুল, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও ছাত্রনেতা জাহাঙ্গীর আলম, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি, গাংনী পৌর বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মুস্তাফিজুর রহমান বাবলু, পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুরেলী আলভী, বিএনপি নেতা আবু সাদাত মো. সায়ম পল্টু, কাথুলী ইউনিয়নের প্যানেল চেয়ারম্যান হোসাইন, বিএনপি নেতা আবদুস সাত্তার, গাংনী

উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক সভাপতি শহিদুল ইসলাম, জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি আব্দুল হান্নান, জেলা যুবদলের সদস্য ফারুক হোসেনসহ বিএনপির নারী নেত্রী ও স্থানীয় বিএনপি এবং সহযোগী সংগঠনের নেতা- কর্মীরা।

পথসভা শেষে বিশাল বহরের একটি মিছিল তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বিএনপির ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ, ধানের শীষে ভোট প্রার্থনা ও কুশল বিনিময় করেন। এ সময় স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। গণসমাবেশ ও মিছিলে বিপুল সংখ্যক নারী কর্মীর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সমাবেশে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন আরও বলেন, “ছাত্র বয়স থেকে আমি শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শের সৈনিক। ছাত্র জীবন থেকে ছাত্রদলের নেতৃত্ব দিয়েছি, যুবদলের নেতৃত্ব দিয়েছি। দীর্ঘদিন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছি। বিগত স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে মেহেরপুর ও গাংনীর নির্যাতিত-নিপীড়িত নেতাকর্মীদের আপদে-বিপদে পাশে থেকেছি।”

এদিকে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনের গণসমাবেশে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু।

তিনি অভিযোগ করেন, এলাকার এক ক্যাসিনো ব্যবসায়ীর টাকায় ধানের শীষের প্রার্থীকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের সাজ্জাদ হোসেন পলাশ নামের এক অনলাইন জুয়াড়ি। কয়েক মাস আগে ঘোষিত বিএনপির নতুন কমিটি থেকে যোগ্য ও ত্যাগী নেতাদের বাদ দেওয়া হয়েছে। সেই সুযোগে কিছু অনলাইন ক্যাসিনো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীরা বিক্ষোভ ও মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে কর্মসূচি চালাচ্ছেন।

তিনি বলেন, “গাঁড়াবাড়িয়া গ্রামের আব্দুল লতিফের ছেলে সাজ্জাদ হোসেন পলাশ ঢাকায় আওয়ামী লীগ, মেহেরপুরে জামায়াতের সমর্থক আর গাঁড়াবাড়িয়ায় বিএনপির পরিচয় দেয় এবং মিল্টন সাহেবের সঙ্গে চলাচল করে। ক্যাসিনো সম্রাটরা মিল্টন সাহেবকে টাকা দিয়ে আমজাদ সাহেবের নামে অপপ্রচার চালাচ্ছে। এসবের দাঁতভাঙা জবাব আমাদের সবাইকে দিতে হবে।”

সাংবাদিকদের উদ্দেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, “আমজাদ সাহেব সৎ ও যোগ্য নেতা, তাকে নিয়ে অপসংবাদিকতা করবেন না।”

গণমিছিল ও পথসভায় তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের প্রবীণ বিএনপি নেতাকর্মী, তরুণ ভোটার ও বিপুল সংখ্যক নারী ভোটারের উপস্থিতি ছিল।

গাংনীতে শিশু মৃত্যু রোধে সাঁতার প্রশিক্ষণের উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশু মৃত্যু রোধে সাঁতার প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার দুপুরে গাংনী উপজেলার ধানশিঁড়ি রিসোর্টের সুইমিং পুলে এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম। সাঁতার প্রশিক্ষণে অংশ নেয় বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষার্থীরা।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, গাংনী উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি ও লুৎফন নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, গাংনী পাইলট স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নুরানি, সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান এবং চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনিছুর রহমান।

সাঁতার প্রশিক্ষণে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা জানায়, পর্যাপ্ত জলাশয় ও পুকুর না থাকায় আমরা সাঁতার শেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এ আয়োজন করায় আমরা খুবই উপকৃত হবো এবং নিজেদের আত্মরক্ষার সুযোগ পাবো।

জেলা প্রশাসক ড. আবদুল সালাম বলেন, প্রতিবছর মেহেরপুর জেলায়

পানিতে ডুবে অনেক শিশু মারা যায়, যা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক।

জেলায় পর্যাপ্ত জলাশয় না থাকায় শিশুরা সাঁতার শেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে বারবার পানিতে ডুবে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। এতে সচেতন মহল ও অভিভাবকরা উদ্বিগ্ন। এ কারণেই জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জেলার প্রতিটি গ্রামে সাঁতার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে জেলা শহর ও গাংনীতে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে মশাল মিছিল

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপির মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতাকর্মীরা মশাল মিছিল করেছে।

দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি আমজাদ হোসেন। কিন্তু জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনসহ তার অনুসারীরা এই মনোনয়ন মেনে নিতে পারছেন না। মনোনয়ন ঘোষণা পর দিন থেকেই তারা মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবীতে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। ইতিমধ্যে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেনের গ্রুপ এবং বর্তমান জেলা সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের অনুসারীদের মধ্যে সংঘর্ষও ঘটেছে। মোটরসাইকেল ও অফিস ভাংচুরের ঘটনা ঘটেছে।

বিভিন্ন কর্মসূচির অংশ হিসেবে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গাংনী বাসস্ট্যান্ড থেকে উপজেলা বাজার হয়ে জাভেদ মাসুদ মিল্টনের দলীয় কার্যালয়ে মশাল মিছিলটি শেষ হয়।

মশাল মিছিলে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজউদ্দীন কালু এবং সাধারণ সম্পাদক আবদুল আওয়াল বক্তব্য রাখেন। বক্তারা বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতাদের প্রতি আহবান জানান গাংনীতে মনোনয়ন পরিবর্তন করে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়ন দেওয়ার জন্য।

এ সময় জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, উপজেলা

বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আবদাল আহমেদ, পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর সাংগঠনিক সম্পাদক এডাম সুমন, জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সাজেদুর রহমান বিপ্লব সহ বিএনপি, অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করলেন ডিসি

মেহেরপুর জেলার এসএসসি ও এইচএসসিতে শ্রেষ্ঠ ফলাফল অর্জনকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গাংনীর সন্ধানী স্কুল অ্যান্ড কলেজ পরিদর্শন করেছেন জেলা প্রশাসক ড. মো. আবদুল ছালাম।

গতকাল সোমবার বেলা ১১ টার দিকে বিদ্যালয়ে আগমন করলে সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর তাকে ফুল দিয়ে বরণ করেন।

ডিজিএম জেলা প্রশাসক প্রথমে সন্ধানী নার্সিং ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। সেখানে তিনি শিক্ষার্থীদের বলেন, সত্যিকারের সেবার মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। যে কাজ করবেন, তা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও দক্ষতার সঙ্গে করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে, এখন আমাদের সেবা দেওয়ার দায়িত্ব।

পরিদর্শনের সময় তিনি বিজ্ঞান ল্যাবরেটরি ঘুরে শিক্ষার্থীদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন প্রজেক্ট দেখেন এবং শিক্ষার্থীদের আরও নতুন আইডিয়া নিয়ে কাজ করার আহবান জানান। তিনি বলেন, এই প্রতিষ্ঠান ঢাকার সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে তুলনীয় এবং কোনো দিক থেকে কম নয়।

ডিজিএম শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পেশাজীবী হিসেবে জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার, শিক্ষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া সহ বিভিন্ন সম্ভাব্য পেশার দিক তুলে ধরেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, ভালভাবে পড়াশোনা করা যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি ভাল মানুষ হওয়াও জরুরি। যদি ভাল মানুষ না হও, তবে অর্জিত জ্ঞান কাজে লাগবে না।

ডিজিএম জেলা প্রশাসক সন্ধানী সংস্থা ও সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ড. মোকলেছুর রহমান এবং প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করা জাপানি দাতাদের সম্পর্কে খোঁজ খবর নেন। এছাড়া সংস্থার বিভিন্ন প্রকল্প ও কার্যক্রমের প্রশংসা করেন।

পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, সহকারী কমিশনার শেখ তৌহিদুল কবীর, সন্ধানী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক আবু জাফর, কলেজ অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান এবং মুক্তিযোদ্ধা আহাম্মদ আলী টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিএম কলেজের সহকারী অধ্যাপক রফিকুল আলম বকুল।

গাংনীতে মনোনয়ন পুনর্বিবেচনার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী পরিবর্তনের দাবি জানিয়ে জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে মনোনয়নপত্র দেওয়ার দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির নেতা-কর্মীরা।

গতকাল সোমবার বিকেলে মিছিলটি গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলফাজ উদ্দিন কালু এবং পৌর বিএনপির সভাপতি মকবুল হোসেন মেঘলা।

মিছিলে উপস্থিত নেতা-কর্মীরা “অবৈধ মনোনয়ন মানি না, মানবো না”, “অপ্রত্যাশিত মনোনয়ন বাতিল চাই”, “মিল্টন ভাইয়ের মনোনয়ন চাই” স্লোগান দেন।

মিছিলে বক্তারা বলেন, জাভেদ মাসুদ মিল্টন মেহেরপুরের ত্যাগী ও জনপ্রিয় নেতা, তাই দলের স্বার্থে তাঁকেই মনোনয়ন দিতে হবে।

উপস্থিত ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দাল হক, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী, পৌর বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডাম সুমন, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক সাজেদুর রহমান বিপ্লব, ষোলটাকা ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান মনিসহ জেলা, উপজেলা, পৌর বিএনপি এবং বিভিন্ন ইউনিয়ন ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের অসংখ্য নেতা-কর্মী।

গাংনীতে বিএনপি প্রার্থী আমজাদ হোসেনের নির্বাচনী গণসংযোগ

মেহেরপুরের গাংনীর কাথুলি ইউনিয়নের নওপাড়া গ্রামে ধানের শীষের পক্ষে নির্বাচনী গণসংযোগ করেছেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী ও সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন। গতকাল সোমবার বিকেলে নওয়াপাড়া গ্রামে এ গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন প্রধান অতিথির বক্তব্যে বলেন, আমার ভুল ভ্রান্তি থাকতে পারে। কিন্তু আমার কোনো ভুলভ্রান্তি মনে রেখে ধানের শীষকে ভুলে গেলে চলবে না। ধানের শীষ প্রতীক মেহনতী মানুষের প্রতীক। ধানের শীষ মানে বেগম খালেদা জিয়া ও তারেক রহমান। এই ধানের শীষের প্রতীককে রক্ষা করতে গিয়ে আপনারা গত ১৬ বছর বিভিন্ন সময়ে জেল জুলুম হামলা মামলা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। ধানের শীষকে বিজয়ী করলেই মানুষের মুক্তি মিলবে, দেশ উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাবে। তাই সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে ধানের শীষ প্রতীককে ভোট দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হবে।

পথসভায় সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আব্দুর রহমান মাস্টার।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ

সম্পাদক এবং সাবেক চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, আমজাদ হোসেন একজন সৎ ও যোগ্য নেতা। ২০০৮ সালে এমপি থাকাকালীন সময়ে তাকে নানা নির্যাতন, জেল, জুলুম সহ্য করতে হয়েছে। এসব বিবেচনায় কেন্দ্র তাকে এই আসনে মনোনয়ন দিয়েছে। যেকোনো মূল্যে ধানের শীষ প্রতীককে বিজয়ী করে বিএনপির চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে এই আসনটি উপহার দিতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের আহ্বায়ক মাহাবুবুর রহমান, কাথুলি ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সভাপতি রবিউল ইসলাম রবি, গাংনী পৌর জাসাসের সদস্য সচিব সুলেরী আলভি, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক সাজেদুর রহমান বুলবুল, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ সভাপতি মফিজুল ইসলাম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, জেলা ছাত্রদলের সহ সভাপতি রেজওয়ান হক ইমন, গাংনী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রদলের সহ সভাপতি সোহেল রানা, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবক সেবকদলের সহ-সভাপতি আবদুল্লাহ আল হাসান শাওন, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান হুসাইন সহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।

এই গণসংযোগে স্থানীয়দের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করে প্রার্থী ভোটারদের কাছে তার মনোনয়ন ও নির্বাচনী পরিকল্পনা তুলে ধরেন।

গাংনীতে লাখ টাকায় নির্মিত “আমাদের গাংনী” ফলকের উদ্বোধন

মেহেরপুর-কুষ্টিয়া মহাসড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদের সীমানা প্রাচীরে এক লাখ দশ হাজার টাকায় নির্মিত “আমাদের গাংনী” ফলকের উদ্বোধন করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে এই ফলক আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কমসূচীর আওতায় গাংনী উপজেলা

প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিস এই ফলক নির্মাণ করেছে। ফলকটি মূলত গাংনী উপজেলার পরিচিতি ও সমৃদ্ধি তুলে ধরতে নির্মিত হয়েছে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেন, সহকারী কমিশনার শেখ তৌহিদুল কবীর, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা সাইদুর রহমানসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ।

ফলকের মাধ্যমে স্থানীয় ও বাইরে আগত মানুষের মধ্যে গাংনীর পরিচিতি বৃদ্ধি পাবে বলে আয়োজকরা আশা প্রকাশ করেছেন।

গাংনীতে বিএনপির অফিস ভাঙচুর মামলায় শিক্ষক গ্রেফতার

মেহেরপুরের গাংনীতে বিএনপির কার্যালয় ভাঙচুর মামলায় ইদ্রিস আলী টুকুল (৫০) নামে এক প্রধান শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গতকাল সোমবার দুপুরে উপজেলা চত্বর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ইদ্রিস আলী টুকুল হাড়াভাঙ্গা আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ওই গ্রামের ইজ্জতুল্লাহর ছেলে।

এজাহার সূত্রে জানা গেছে, ২০২১ সালের ১৩ অক্টোবর জাবেদ মাসুদ মিল্টনের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ১৫/০৪/২৫ ইং তারিখে মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি রেজানুল হক ইমন বাদী হয়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলাটিতে ইদ্রিস আলী টুকুলকে ৫০ নম্বর এজাহারনামীয় আসামি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। মামলার নম্বর-১৭, তারিখ ১৫/০৪/২৫ ইং।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই অঙ্কুশ জানান, দীর্ঘদিন ধরেই মামলায় আসামিদের শনাক্তের প্রক্রিয়া চলছিল। সোমবার দুপুরে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ইদ্রিস আলী টুকুলকে আটক করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) বনি ইসরাইল বলেন,

গ্রেফতারের পর ইদ্রিস আলী টুকুলকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। আদালত তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন।

ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের মুখ্য সংগঠক হলেন অ্যাড. সাকিল আহমাদ

জুলাই অভুত্থানের প্রেরণায় গঠিত এনসিপি (ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টি) সমর্থিত ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্সের মুখ্য সংগঠক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন সুপ্রীম কোর্টের আইনজীবী ও এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

আইনজীবীদের এই সংগঠনের আহ্বায়ক কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে অ্যাডভোকেট এস এম আজমল হোসেন (বাচ্চু) ও সদস্য সচিব হিসেবে অ্যাডভোকেট খন্দকার মো: এরশাদুল বারী (মামুন) দায়িত্ব পেয়েছেন।

দেশব্যাপী আইনজীবীদের ঐক্যবদ্ধ করে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এই সংগঠন কাজ করবে বলে জানা গেছে। ন্যাশনাল ল’ইয়ার্স অ্যালায়েন্স সারাদেশের আইনজীবীদের নিয়ে বারভিত্তিক কমিটি দিয়ে কাজ শুরু করবে।

অ্যাডভোকেট সাকিল বলেন, আইনজীবীরা জাতির বিবেক। আমরা আইনের শাসন ও নাগরিক অধিকারের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হতে চাই। জুলাই অভুত্থানকে ধারণ করে আইনাঙ্গনের সকল সমস্যা দূরীকরণে কাজ করবে এই সংগঠনটি।

তিনি আরও জানান, জেলাসহ সকল বারে দ্রুত সমন্বয় ও আহ্বায়ক কমিটি গঠন করা হবে এবং আইনজীবীদের অংশগ্রহণে সারাদেশে সচেতনতামূলক কার্যক্রম হাতে নেওয়া হবে।

আইনজীবী মহলে এ পদক্ষেপকে ইতিবাচকভাবে দেখা হচ্ছে। অনেকে মনে করছেন, এই উদ্যোগ আইনজীবীদের জাতীয় পর্যায়ে এক নতুন ধারার রাজনৈতিক ও পেশাগত ঐক্যের দ্বার খুলে দেবে।

দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবে বিএনপি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-২ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আমজাদ হোসেন গতকাল রোববার বিকাল থেকে কাজিপুর ইউনিয়নের বেতবাড়িয়া এলাকায় গণসংযোগে অংশ নেন। এ সময় তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন, তারেক রহমান ঘোষিত ৩১ দফা কর্মসূচির লিফলেট বিতরণ করেন এবং ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চান।

গণসংযোগকালে সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন বলেন, বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সার্বিক উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তিনি নির্বাচনি এলাকায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। নারী ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে প্রতিটি পরিবারে ফ্যামিলি কার্ড দেওয়া হবে।

তিনি আরও বলেন, বিএনপি ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করবে। বিগত সময়ে আপনারা দুঃসময়ে বিপুল ভোট দিয়ে আমাকে সংসদ সদস্য বানিয়েছিলেন। ধানের শীষকে ভালোবেসে যেভাবে ভোট দিয়েছেন, এবারও আমাকে তেমনই ভালোবেসে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করবেন।

আমজাদ হোসেন বলেন, তারেক রহমান আমার মাধ্যমে আপনাদের হাতে ধানের শীষ তুলে দিয়েছেন। ভোটের দিনে ধানের শীষে ভোট দিয়ে বিএনপিকে জয়যুক্ত করতে হবে। তাই তারেক রহমানকে ভালোবেসে আগামী নির্বাচনে ধানের শীষে ভোট দিন।

তিনি আরও বলেন, গত ১৭ বছরে আপনাদের ওপর মামলা-মোকদ্দমা, জেল-জরিমানা ও হুলিয়া দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এসব আর হবে না। তারেক রহমান ও খালেদা জিয়া বলেছেন, কারও ওপর প্রতিশোধ নেওয়া যাবে না।

গণসংযোগে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান

আসাদুজ্জামান বাবলু, জেলা কৃষকদলের সভাপতি মাহবুবুর রহমান, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মতিয়ার রহমান মোল্লা, গাংনী উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজেদুল ইসলাম বুলবুল, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি কামাল হোসেন বিএসসি, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ইকবাল হোসেন, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসেন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, বিএনপি নেতা খাইরুজ্জামান কালাম, কাজিপুর ইউনিয়ন যুবদলের সাধারণ সম্পাদক বকুল হোসেন, যুবদল নেতা মাহফুজ বিশ্বাস রহিদুল, স্থানীয় বিএনপি নেতা গোলাম মর্তুজা, আব্দুল মতিন, শাহিন বিশ্বাস, ওয়ার্ড কৃষকদল নেতা মশিউর রহমানসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাকর্মীরা।

পরে বেতবাড়িয়া বাজারে আয়োজিত পথসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আমজাদ হোসেন। পথসভায় এলাকার শত শত নারী-পুরুষ অংশ নেন।